ভূমিকা	**:**	স্থলপথে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য কার্যক্রম সহজতর ও অধিকতর উন্নত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ২০নং আইন) এর অধীনে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাস্থবক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এ পর্যন্ত এই সংস্থার আওতায় ২৪টি স্থল শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়েছে। তার মধ্যে ১২টি স্থলবন্দরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তম্মধ্যে বাস্থবকের ব্যবস্থাপনায় ০৭ টি স্থলবন্দরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং ০৫টি স্থলবন্দরের কার্যক্রম বিওটি (বিল্ড, অপারেট ও ট্রান্সফার) ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। অবশিষ্ট ১২ টি স্থলবন্দরের কার্যক্রম চালুর অপেক্ষায় রয়েছে।
রূপকল্প	**:**	দক্ষ, নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব বিশ্বমানের স্থলবন্দর।
অভিলক্ষ্য	**:**	স্থলবন্দরসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পণ্য হ্যান্ডলিং ও সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা।
প্রধান কার্যাবলী	**:**	(১) স্থলবন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের জন্য নীতি প্রণয়ন; (২) স্থলবন্দরের পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও ডেলিভারি প্রদানের জন্য অপারেটর নিয়োগ; (৩) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্থলবন্দর ব্যবহারকারীদের নিকট হতে আদায়যোগ্য কর, টোল, রেইট এবং ফিসের তফসিল প্রণয়ন ; (৪) এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কারো সাথে কোন চুক্তি সম্পাদন করা।

বাস্থবকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্থলবন্দরসমূহ

১। বেনাপোল স্থলবন্দর

ক)	জনবল	:	অনুমোদিত : ১৪২ জন পদায়ন : ১১০ জন কর্মরত :
খ)	নিরাপত্তা কর্মী	:	পিমা : ১০৮ জন আনসার : ১৬৩ জন এপিবিএন : ২২ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী : ৪৬
গ)	ব্যবস্থাপনা	:	বাস্থবকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত।
ঘ)	স্থল বন্দর চালুর বিবরণ	:	১৯৭৮ সালে ওয়্যারহাউজ কর্পোরেশনের অধীনে এ বন্দরের প্রথম যাত্রা শুরু হয়। গত ০১/১০/১৯৭৯ খ্রিঃ হতে অক্টোবর/৮৪ পর্যন্ত এটি তৎকালীন পাট মন্ত্রণালয়ের উয়িন্ড-আপ সেলের নিয়ন্ত্রণে ছিল। পরবর্তীতে নভেম্বর/১৯৮৪ হতে ৩১-০১-২০০২ পর্যন্ত মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় ছিল। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্থবকের ব্যবস্থাপনায় গত ০১/০২/২০০২ খ্রিঃ তারিখ এ বন্দরের কার্যক্রম শুরু হয়।
ঙ)	বন্দর পরিচিতি		বেনাপোল স্থলবন্দর যশোর জেলার শার্শা উপজেলার বেনাপোল সীমান্তে অবস্থিত। বেনাপোলের বিপরীতে ভারতীয় অংশে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চব্বিশ পরগণা জেলার বনগাঁ মহাকুমার পেট্রাপোল সীমান্ত অবস্থিত। এটি বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ তল্লাশী ঘাঁটি ও আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর হিসেবে পরিচিত। স্থল শুল্ক কার্যক্রম ও বন্দর পরিচালনার জন্য যথাক্রমে বেনাপোল কাস্টম হাউজ ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ রয়েছে। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে বেনাপোল স্থলবন্দর যথাক্রমে ১২-০১-২০০২ খ্রিঃ তারিখে স্থলবন্দর ঘোষণা এবং ০১-০২-২০০২ খ্রিঃ তারিখে স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করা হয়। দেশের স্থল বাণিজ্যের প্রায় ৯০% এ বন্দরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বেনাপোল সীমান্ত হতে রাজধানীর দূরত্ব প্রায় ২৪০ কিঃমিঃ এবং কোলকাতার দূরত্ব প্রায় ৮৪ কিঃমিঃ। এ পথে ঢাকা ও কোলকাতা গমনাগমণ করা যায়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রতিমাসে গড়ে ৭৭,৮৯০ জন যাত্রী এ স্থলবন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে ভারতে গমণ করেছে। উল্লেখ্য, করোনা

			ভাইরাসের কারণে স্থলবন্দরের মাধ্যমে যাত্রী গমণাগমণে প্রভাব রেয়ছে।
চ)	হ্যান্ডলিং শ্রমিক	:	২০০০ জন
ছ)	ভূমির পরিমাণ	:	৮৬.৬৮ একর
জ)	পণ্য ধারণ ক্ষমতা	:	৪০,০০০ মে.টন
ঝ)	অবকাঠামো সুবিধা	:	৩২টি ওয়্যারহাউজ, ০৫টি ওয়্যারহাউজ-কাম-ইয়ার্ড, ০২টি ওপেন স্টেক ইয়ার্ড, ০১টি ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড, ০৫টি ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ০৫টি (১০০ মে.ট) ওয়েব্রীজ স্কেল, ০২টি ট্রাক টার্মিনাল (০১টি রপ্তানি+০১টি রপ্তানি টার্মিনাল), ০১টি আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, ০১টি আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনাল, ০৪টি স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার জেনারেটর, ০১টি ফায়ার হাইড্রেন্ট, ০২টি ওয়াটার রিজারভার, ০১টি প্রশাসনিক ভবন, ০২টি অফিস ভবন, ০৩টি ডরমেটরি ভবন, ০২টি আবাসিক ভবন, ০১টি রেস্ট হাউসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো রয়েছে।
ঞ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	সূতা (কাস্টমস বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত শতভাগ রপ্তানিমুখী নীট পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ড লাইসেন্সের আওতায় আমদানীয় সূতা ও গুঁড়া দুধ ব্যতীত) অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য পণ্য।
ট)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।
ড)	আমদানির পরিমাণ		আমদানি (মে.টন)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১	২০১৯-২০
১২,৮৮,৯৩৮৮	১৩,৯৩,৩২৯	১৯,৮৮,৩৫৭	২১,৮১,১২৩	২০,৩৮,০৬৪

ঢ)	রপ্তানির পরিমাণ		রপ্তানি (মে.টন)	

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
৪,৭৫,৭৩৯	৩,২৫,৩৮১	৩,৫২,৯৬৩	৪,০১,১৭৭	৩,১৬,৯৫০

ণ)	আয়ের পরিমাণ		আয় (লক্ষ টাকা)	

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
৩৪০৬.৭৪	৪৩৯৬.৫৭	৪৮৭২.৭২	৮২৩৬.৬৮	৮৩৭৭.৫৯

২। ভোমরা স্থলবন্দর			
ক)	জনবল	:	অনুমোদিত : ০৮ জন পদায়ন : ০৭ জন কর্মরত :
খ)	নিরাপত্তা কর্মী	:	পিমা : ২৮ জন এপিবিএন : ৩৫ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী : ০৭
গ)	ব্যবস্থাপনা	:	বাস্থবকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত।
ঘ)	বন্দর পরিচিতি		ভোমরা স্থলবন্দর সাতক্ষীরা সদর উপজেলাধীন ভোমরা সীমান্তে অবস্থিত। ভোমরা স্থলবন্দরের বিপরীতে ভারতীয় অংশে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চব্বিশ পরগণা জেলার গোজাডাঙ্গা সীমান্ত অবস্থিত। এটি বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার চেকপয়েন্ট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দর। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে এটি যথাক্রমে ১২-০১-২০০২ খ্রিঃ তারিখে স্থলবন্দর ঘোষণা এবং ১৯-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু হয়। স্থল শুল্ক কার্যক্রম ও বন্দর পরিচালনার জন্য যথাক্রমে ভোমরা এলসি স্টেশন ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ রয়েছে। রাজধানী হতে ভোমরা স্থলবন্দরের দূরত্ব প্রায় ২৮৫ কিঃমিঃ এবং কোলকাতার দূরত্ব প্রায় ৬০ কিঃমিঃ। সড়ক পথে রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য স্থানের

			সাথে এ স্থলবন্দরের ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজ শেষ হলে এ বন্দরের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।
ঙ)	হ্যান্ডলিং শ্রমিক	:	১৮০০ জন
চ)	ভূমির পরিমাণ	:	২৫.৫৬৪৮ একর
ছ)	পণ্য ধারণ ক্ষমতা	:	১৬০০ মে.টন
জ)	অবকাঠামো সুবিধা	:	০২টি ওয়্যারহাউজ, ০৪টি ওপেন স্টেক ইয়ার্ড, ৩৩৭২৯০ বর্গফুট ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড, ০১টি ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ০৩টি (১০০ মে.ট) ওয়েব্রীজ স্কেল, ০১টি (১০০ কেভি) পাওয়ার হাউজসহ স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার জেনারেটর, ০১টি ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম, ০১টি প্রশাসনিক ভবন, ০১ টি ডরমিটরী, ০১টি ব্যারাক হাউজ, ০৩টি টয়লেট কমপ্লেক্সসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিদ্যমান রয়েছে।
ঝ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর (স্টোন ও বোল্ডারস), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়নাক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, ব্যবহার্য কাঁচা তুলা, চাল, মশুরডাল, কোয়ার্টজ, তাজাফুল, খৈল, গমের ভুষি, ভুট্টা, চাউলের কুড়া, সয়াবিন কেক, শুটকী মাছ (প্যাকেটজাত ব্যতীত), হলুদ, জীবন্ত মাছ, হিমায়িত মাছ, পান, মেথি (FENUGREE SEEDS) ও মাছ, চিনি, মসলা, জিরা, মোটর পার্টস, স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার, রেডিও-টিভি পার্টস, মার্বেল স্ল্যাব, তামাক ডাটা (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয়), শুকনা তেতুঁল, ফিটকিরী, অ্যালুমিনিয়াম এর ট্যাবল ওয়্যার, কিচেনওয়্যার, ফিস ফিড, আগরবাতি, জুতার সোল, শুকনা কুল, এ্যাডহেসিভ।
ঞ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।
ট)	আমদানির পরিমাণ	:	
ঠ)	রপ্তানির পরিমাণ	:	
ড)	আয়ের পরিমাণ	:	

আমদানি (মে.টন)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১৮,১৬,৯৩০	২২,৫৪,৭৬৪	৪৬,৫৬,৪১৫	২২,০১,৫৫৭	২৫,১৬,০৭০

রপ্তানি (মে.টন)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
৯১,১০৯	১,২৭,৪৩০	১,১৯,৫১০	৩,১১,৭৭১	২,০৬,৩২৮

আয় (লক্ষ টাকা)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১৩২৯.৩৭	১৬৮৭.১৯	২১০৪.০৭	১৮৭৩.৮৪	১৬৮৪.৬৬

৩। বুড়িমারী স্থলবন্দর			
ক)	জনবল	:	অনুমোদিত : ১১ জন পদায়ন : ১০ জন কর্মরত :
খ)	নিরাপত্তা কর্মী	:	পিমা : ২২ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী : ০৬ জন
গ)	ব্যবস্থাপনা	:	বাস্থবকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত।

<table>
<tr><td>ঘ)</td><td>বন্দর পরিচিতি</td><td></td><td>বুড়িমারী স্থলবন্দর লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপেজলার বুড়িমারী নামক স্থানে অবস্থিত। বুড়িমারীর বিপরীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মেখালীগঞ্জ মহাকুমার চেংড়াবান্ধা অবস্থিত। ১২/০১/২০০২ খ্রি: তারিখে বুড়িমারী শুল্কস্টেশনটি স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে ০৯-০৪-২০১০ খ্রিঃ তারিখে এ স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু হয়। এ পথে ভারত, নেপাল ও ভূটানের মধ্যে পণ্য আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সড়কপথে রাজধানী হতে বুড়িমারী সীমান্তের দূরত্ব প্রায় ৪৫৭ কিঃমিঃ। সড়ক ও রেলপথে এই স্থলবন্দরের সাথে রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য স্থানের ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। এ পথে ভারত, নেপাল ও ভূটান গমনাগমণ করা যায়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রতিমাসে গড়ে ৭,৩৬৭ জন যাত্রী এ স্থলবন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে ভারতে গমণ করেছে। উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাসের কারণে স্থলবন্দরের মাধ্যমে যাত্রী গমণাগমণে প্রভাব রেয়ছে।</td></tr>
<tr><td>ঙ)</td><td>হ্যান্ডলিং শ্রমিক</td><td>:</td><td>৮০০ জন</td></tr>
<tr><td>চ)</td><td>ভূমির পরিমাণ</td><td>:</td><td>১১.১৫ একর</td></tr>
<tr><td>ছ)</td><td>পণ্য ধারণ ক্ষমতা</td><td>:</td><td>২০০০ মে.টন</td></tr>
<tr><td>জ)</td><td>অবকাঠামো সুবিধা</td><td>:</td><td>০২টি ওয়্যারহাউজ, ০১টি ট্রানজিট শেড, ০২টি ট্রান্সশিপমেন্ট শেড,০২টি ওপেন স্টেক ইয়ার্ড, ০১টি ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড, ০৩টি (১০০মে.টন) ওয়েব্রীজ স্কেল, ০১টি পাওয়ার হাউজসহ স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার জেনারেটর, ০১টি ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম, ০১টি প্রশাসনিক ভবন, ০১টি লেবার শেড, ড্রেনেজ সিস্টেম, লাইটেনিংসহ অন্যান্য</td></tr>
<tr><td>ঝ)</td><td>আমদানিযোগ্য পণ্য</td><td>:</td><td>ক) ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নোটিফিকেশন নং ৩৪৬/ডি/কাস/৭৭, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত);
খ) ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, গুঁড়া দুধ, টোব্যাকো (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসেবে আমদানীয় তামাক ডাঁটা ব্যতীত), রেডিও টিভি পার্টস, সাইকেল পার্টস, ফরমিকা শীট, সিরামিক ওয়্যার, স্যানিটারী ওয়্যার, স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার, মার্বেল স্ল্যাব এন্ড টাইলস, মিক্সড ফেব্রিক্স ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল।</td></tr>
<tr><td>ঞ)</td><td>রপ্তানিযোগ্য পণ্য</td><td>:</td><td>সকল পণ্য।</td></tr>
<tr><td>ট)</td><td>আমদানির পরিমাণ</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="5">আমদানি (মে.টন)</th></tr>
<tr><th>২০১৫-১৬</th><th>২০১৬-১৭</th><th>২০১৭-১৮</th><th>২০১৮-১৯</th><th>২০১৯-২০</th></tr>
<tr><td>৫,৯৭,৩০১</td><td>৪৩,৯২,৯০৭</td><td>৭০,৪৮,৮৩৮</td><td>৮২,২৯,৪০০</td><td>৩২,৮৪,৪৭৬</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>ঠ)</td><td>রপ্তানির পরিমাণ</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="5">রপ্তানি (মে.টন) হিসাব রাখা হয়না। উক্ত বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি হয়ে থাকে</th></tr>
<tr><th>২০১৫-১৬</th><th>২০১৬-১৭</th><th>২০১৭-১৮</th><th>২০১৮-১৯</th><th>২০১৯-২০</th></tr>
<tr><td></td><td>৮,৭০৪ ট্রাক</td><td>১১,৩৩৩ ট্রাক</td><td>১৩,৮০৬ ট্রাক</td><td>১১,০৪৮</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>ড)</td><td>আয়ের পরিমাণ</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="5">আয় (লক্ষ টাকা)</th></tr>
<tr><th>২০১৫-১৬</th><th>২০১৬-১৭</th><th>২০১৭-১৮</th><th>২০১৮-১৯</th><th>২০১৯-২০</th></tr>
<tr><td>১৬০২.০৬</td><td>২৭৫১.৩২</td><td>৪৬২৪.১৯</td><td>৫৭২৯.৬৩</td><td>৪৭৬৪.৩৮</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="4">৪। আখাউড়া স্থলবন্দর</td></tr>
<tr><td>ক)</td><td>জনবল</td><td>:</td><td>অনুমোদিত : ০৯ জন
পদায়ন : ০৭ জন
কর্মরত :</td></tr>
<tr><td>খ)</td><td>নিরাপত্তা কর্মী</td><td>:</td><td>পিমা : ১৩ জন
পরিচ্ছন্নতা কর্মী : ০২ জন</td></tr>
</table>

গ)	ব্যবস্থাপনা	:	বাস্থবকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত।
ঘ)	বন্দর পরিচিতি		আখাউড়া স্থলবন্দরটি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার আখাউড়া উপেজলার সীমান্তে অবস্থিত। আখাউড়ার বিপরীতে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা জেলার রামনগর সীমান্ত অবস্থিত। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে আখাউড়া শুল্ক স্টেশনকে ১২/০১/২০০২ খ্রি: তারিখে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয় এবং ১৩/০৮/২০১০ খ্রি: তারিখে এ স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ পথে ভারতের ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয় সহ ৭ টি রাজ্যেই আমদানি-রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। ঢাকা হতে আখাউড়া স্থলবন্দরের দুরত্ব প্রায় ১৩৩ কি:মি:। সড়ক ও রেলপথে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের সাথে এ স্থলবন্দরের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।
ঙ)	হ্যান্ডলিং শ্রমিক	:	২০০ জন
চ)	ভূমির পরিমাণ	:	১৫.০০ একর
ছ)	পণ্য ধারণ ক্ষমতা	:	২০০ মে.টন
জ)	অবকাঠামো সুবিধা	:	০১টি ওয়্যারহাউজ, ০১টি ওপেন স্টেক ইয়ার্ড, ০১টি ট্রান্সশীপমেন্ট ইয়ার্ড, ০১টি ওয়ে ব্রীজ স্কেল (১০০ মে. টন), ০১টি (৭২৪১১বর্গফুট) ট্রাক পার্কিং ইয়ার্ড, ০১টি প্রশাসনিক ভবন, ০১টি টয়লেট কমপ্লেক্স, ০১ টি পাওয়ার হাউজসহ স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার জেনারেটর, সীমানা প্রাচীরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিদ্যমান রয়েছে।
ঝ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (স্টোনস্ এন্ড বোল্ডারস্) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, শুটকী মাছ, সাতকড়া, আগরবাতি, জিরা।
ঞ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।
ট)	আমদানির পরিমাণ	:	

আমদানি (মে.টন)				
২০১৫-১৬	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০**
১১	০২	৬০	৯৯	৬৭

ঠ)	রপ্তানির পরিমাণ	:	

রপ্তানি (মে.টন)				
২০১৫-১৬	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০**
৫,৬৮,৪৮০	২,১৪,৭৫৫	২,০১,৫৮০	২,০৯,৯৬২	১,৪১,৮৮১

ড)	আয়ের পরিমাণ	:	

আয় (লক্ষ টাকা)				
২০১৫-১৬	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০**
২৪.৫০	৬.৩৬	৪.৮৫	১৯.৭৩	২৯.৭২

৫। নাকুগাঁও স্থলবন্দর			
ক)	জনবল	:	অনুমোদিত : ০৬ জন পদায়ন : ০৪ জন কর্মরত :
খ)	নিরাপত্তা কর্মী	:	পিমা : ০৬ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী : ০২ জন
গ)	ব্যবস্থাপনা	:	বাস্থবকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত।
ঘ)	বন্দর পরিচিতি		নাকুগাঁও স্থলবন্দরটি শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপেজলার নাকুগাঁও সীমান্তে অবস্থিত। নাকুগাঁও এর বিপরীতে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের বারাঙ্গাপাড়া থানাধীন ডালু সীমান্ত অবস্থিত। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে নাকুগাঁও শুল্কস্টেশনকে ২৭/০৯/২০১০ খ্রি: তারিখে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয় এবং ১৮/০৬/২০১৫ খ্রি: তারিখে এ স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করা হয়।

			সড়কপথে ঢাকা হতে এ স্থলবন্দরের দুরত্ব প্রায় ২০০ কি:মি:। সড়ক পথে নাকুগাঁও স্থলবন্দরের সাথে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো রয়েছে। এ পথে ভারতে গমনাগমন করা যায়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রতিমাসে গড়ে ২৫২ জন যাত্রী এ স্থলবন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে ভারতে গমণ করেছে। উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাসের কারণে স্থলবন্দরের মাধ্যমে যাত্রী গমণাগমণে প্রভাব রেয়ছে।
ঙ)	হ্যান্ডলিং শ্রমিক	:	২০০ জন
চ)	ভূমির পরিমাণ	:	১৩.৪৬ একর
ছ)	পণ্য ধারণ ক্ষমতা	:	৪০০ মে.টন
জ)	অবকাঠামো সুবিধা	:	০১টি ওয়্যারহাউজ, ০১টি (৫১৮০০বর্গফুট) ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড, ০১টি (১৬২৩০৪ বর্গফুট) ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, ০১টি (৩০৫৯৫ বর্গফুট) পার্কিং ইয়ার্ড, ০১টি ওয়েব্রীজ স্কেল, ০১টি অফিস ভবন, ০১টি ডরমিটরী, ০১টি ব্যারাক ভবন, ০১টি পাওয়ার হাউজ, ০১টি টয়লেট কমপ্লেক্স, ০৩টি ওয়াচ টাওয়ার, সীমানা প্রাচীরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিদ্যমান রয়েছে।
ঝ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (স্টোনস এন্ড বোল্ডারস) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।
ঞ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।
ট)	আমদানির পরিমাণ	:	আমদানি (মে.টন)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
৪২,৮৪১	১,২৩,২৮২	৯,৩৬৯	৬৫,৫২৪	৮৫,০৩৫

ঠ)	রপ্তানির পরিমাণ	:	রপ্তানি (মে.টন)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
-	৩৩ট্রাক	৭৯৫	১,৩৪০	৬২০

ড)	আয়ের পরিমাণ	:	আয় (লক্ষ টাকা)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
৫৭.৫৬	৬৮.৫০	১১.০০	৬৮.৩২	৮৬.৪৩

৬। তামাবিল স্থলবন্দর			
ক)	জনবল	:	অনুমোদিত : ১০ জন পদায়ন : ০৯ জন কর্মরত :
খ)	নিরাপত্তা কর্মী	:	পিমা : ২৩ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী : ০৪ জন
গ)	ব্যবস্থাপনা	:	বাস্থবকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত।
ঘ)	বন্দর পরিচিতি	:	তামাবিল স্থলবন্দরটি সিলেট মহানগরের গোয়াইনঘাট উপেজলার তামাবিল সীমান্তে অবস্থিত। তামাবিল স্থলবন্দরের বিপরীতে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের শিলং জেলার ডাউকী সীমান্ত অবস্থিত। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে তামাবিল শুল্ক স্টেশনকে ১২/০১/২০১২ খ্রি: তারিখে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয় এবং ২৭/১০/২০১৭ খ্রি: তারিখে এ স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করা হয়। সড়ক পথে ঢাকা হতে এ স্থলবন্দরের দুরত্ব প্রায় ২৯৩ কি:মি: এবং সিলেট শহর হতে প্রায় ৫৫ কিঃ মিঃ। সড়কপথে এ স্থলবন্দরের সাথে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত রয়েছে।
ঙ)	হ্যান্ডলিং শ্রমিক	:	১৫০০ জন

চ)	ভূমির পরিমাণ	:	২৬.৯০ একর
ছ)	পণ্য ধারণ ক্ষমতা	:	৪০০ মে.টন
জ)	অবকাঠামো সুবিধা	:	০১টি (৮,০০০ বর্গফুট) ওয়্যারহাউজ, ০১টি (২,৩০০ বর্গমিটার) ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড, ০১টি (৯৩০০ বর্গমিটার) ট্রাক পার্কিং ইয়ার্ড, ০১টি (১৫,৪০০ বর্গমিটার) ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, ০২টি (১০০ মে. টন) ওয়েব্রীজ স্কেল, ০১টি প্রশাসনিক ভবন, ০১টি ডরমিটরী, ০১টি ব্যারাক ভবন, ০১টি পাওয়ার হাউজ, ০৩টি টয়লেট কমপ্লেক্স, ওয়াচ টাওয়ার, সীমানা প্রাচীরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিদ্যমান রয়েছে।
ঝ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	মাছ, সুতা, গুড়া দুধ, চিনি ও আলু (HS Code 0701.9019 ও 0701.90.29) ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল।
ঞ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।
ট)	আমদানির পরিমাণ	:	আমদানি (মে.টন)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
		৭,৮২,৪৬৪	১৮,৫৬,৩৯৭	১৪,৮০,২১২

ঠ)	রপ্তানির পরিমাণ	:	রপ্তানি (মে.টন)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
		১,৬৯৯	১,১৬৩	৯৩৬

ড)	আয়ের পরিমাণ	:	আয় (লক্ষ টাকা)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
		৬৪৬.০৯	১৫২৬.১৪	১২৪৫.৫৪

৭। সোনাহাট স্থলবন্দর			
ক)	জনবল	:	অনুমোদিত : জন পদায়ন : জন কর্মরত :
খ)	নিরাপত্তা কর্মী	:	পিমা : ০৯ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী : ০১ জন
গ)	ব্যবস্থাপনা	:	বাস্থবকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত।
ঘ)	বন্দর পরিচিতি	:	সোনাহাট স্থলবন্দরটি কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপেজলা সীমান্তে অবস্থিত। সোনাহাট স্থলবন্দরের বিপরীতে ভারতের আসাম রাজ্যের শিলং ধুবরী মহকুমার সোনাহাট সীমান্ত অবস্থিত। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে ২৫/১০/২০১২ খ্রি: তারিখে শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয় এবং ০৯/০৬/২০১৮ খ্রি: তারিখে এ স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করা হয়। সড়কপথে ঢাকা হতে কুড়িগ্রাম জেলা সদরের দুরত্ব প্রায় ৩৫১ কি:মি: এবং জেলা সদর হতে সোনাহাট স্থলবন্দরের দুরত্ব প্রায় ৫০ কিঃ মিঃ। সড়কপথে এ স্থলবন্দরের সাথে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো রয়েছে।
ঙ)	হ্যান্ডলিং শ্রমিক	:	২৫০০ জন
চ)	ভূমির পরিমাণ	:	১৪.৬৮ একর
ছ)	পণ্য ধারণ ক্ষমতা	:	৬০০ মে.টন
জ)	অবকাঠামো সুবিধা	:	০১টি (১২০৮ বর্গমিটার)ওয়্যারহাউজ, ০১টি (১৩,০০০ বর্গমিটার) ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, ০২টি (মে. টন) ওয়েব্রীজ স্কেল, ০১টি প্রশাসনিক ভবন, ০১টি ব্যারাক হাউজ, ০১টি ডরমেটরী ভবন, ০২টি টয়লেট কমপ্লেক্স,ওয়াচ টাওয়ার, সীমানা প্রাচীরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিদ্যমান রয়েছে।

ঝ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	পাথর, কয়লা, তাজা ফল, ভূট্টা, গম, চাল, ডাল,রসুন, আদা, পিঁয়াজ।
ঞ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।
ট)	আমদানির পরিমাণ	:	আমদানি (মে.টন)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
			১,৩৫,৫৩৭	২,০৪,০২১

			রপ্তানি (মে.টন)		
ঠ)	রপ্তানির পরিমাণ	:	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০**
						১৬৩	৫,৭৮৬

			আয় (লক্ষ টাকা)				
ড)	আয়ের পরিমাণ	:	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০**
						৩৭২.৫০	২৯৪.৮৪

বিওটি ভিত্তিতে পরিচালিত বন্দরসমূহ :

৮। সোনামসজিদ স্থলবন্দর			
ক)	জনবল	:	অনুমোদিত : ১০ জন পদায়ন : ০৪ জন কর্মরত : ০১ জন
খ)	ব্যবস্থাপনা	:	পানামা-সোনামসজিদ পোর্ট লিংক লিমিটেড
গ)	বন্দর পরিচিতি	:	সোনামসজিদ স্থলবন্দরটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপেজলার সোনামসজিদ সীমান্তে অবস্থিত। সোনামসজিদ স্থলবন্দরের বিপরীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহ জেলার ইংলিংশ থানার মহাদীপুর ইউনিয়ন অবস্থিত। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে ১২/০১/২০০২ খ্রি: তারিখে সোনামসজিদ শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। ২৫ বছরের জন্য এ স্থলবন্দর উন্নয়ন ও পরিচালনার নিমিত্ত ০৯-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে এ কর্তৃপক্ষের সাথে বেসরকারী পোর্ট অপারেটরের মধ্যে Concession Agreement (CA) স্বাক্ষরিত হয়। CA অনুযায়ী পোর্ট অপারেটর ২০-০৫-২০১০ খ্রিঃ তারিখে এ স্থলবন্দরের কমার্শিয়াল অপারেশন শুরু করে। ঢাকা হতে শিবগঞ্জ উপজেলার দুরত্ব প্রায় ৩২৪ কিঃ মিঃ এবং শিবগঞ্জ উপজেলা হতে সোনামসজিদ স্থলবন্দরের দুরত্ব প্রায় ১৯ কিঃমিঃ। সড়ক ও রেলপথে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের সাথে এ স্থলবন্দরের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।
ঘ)	ভূমির পরিমাণ	:	১৯.১৩ একর
ঙ)	পণ্য ধারণ ক্ষমতা	:	১০০০ মে.টন
চ)	অবকাঠামো সুবিধা	:	০২টি ওয়্যারহাউজ, ০১টি ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ০১ ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড, ০২টি ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, ০৩টি(১০০ মে. টন) ওয়েব্রীজ স্কেল, ০১টি স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার জেনারেটর, ০১টি প্রশাসনিক ভবন, ০১টি ডরমেটরী, ০২টি ট্রাক পার্কিং ইয়ার্ড, ০১টি ব্যারাক হাউজ, ০১টি টয়লেট কমপ্লেক্স, সিকিউরিটি পোষ্ট, অবজারভেশন টাওয়ার, সীমানা প্রাচীরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিদ্যমান রয়েছে।
ছ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, সূতা, গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসেবে আমদানীয় তামাক ডাঁটা) ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল।
জ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।

ঝ)	আমদানির পরিমাণ	:	আমদানি (মে.টন)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১৬,৮৮,৫৭২	২৭,৬৩,৪০৮	২৬,৭২,৫১৯	২৩,৭৭,৬০৩	১৩,০৯,৪৬৩

ঞ)	রপ্তানির পরিমাণ	:	রপ্তানি (মে.টন)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
	১৫,২৪৮	১২,২১৯	১৫,৪২৭	১২,৮৪৬

ট)	আয়ের পরিমাণ	:	আয় (লক্ষ টাকা)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
২৯২.৬৪	৩৮২.২৯	৩৮২.৬৫	৩৪০.৪৫	২৩৮.৪৬

৯। হিলি স্থলবন্দর

ক)	জনবল	:	অনুমোদিত : ১০ জন পদায়ন : ০৭ জন কর্মরত : ০২ জন
খ)	ব্যবস্থাপনা	:	পানামা-হিলি পোর্ট লিংক লিমিটেড
গ)	বন্দর পরিচিতি	:	হিলি স্থলবন্দরটি দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপেজলার বাংলাহিলি সীমান্তে অবস্থিত। বাংলা হিলির বিপরীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি সীমান্ত অবস্থিত। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে ১২/০১/২০০২ খ্রি: তারিখে এই শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। ২৫ বছরের জন্য এ স্থলবন্দর উন্নয়ন ও পরিচালনার নিমিত্ত ০৯-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে এ কর্তৃপক্ষের সাথে বেসরকারী পোর্ট অপারেটরের মধ্যে Concession Agreement (CA) স্বাক্ষরিত হয়। CA অনুযায়ী পোর্ট অপারেটর ০১-০১-২০১০ খ্রিঃ তারিখে এ স্থলবন্দরের কমার্শিয়াল অপারেশন শুরু করে। ঢাকা হতে হাকিমপুর উপেজলা দুরত্ব প্রায় ২৭৮ কিঃমিঃ এবং হাকিমপুর উপেজলা হতে হিলি স্থলবন্দরের দুরত্ব প্রায় ০৭ কিঃ মিঃ। সড়ক ও রেলপথে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের সাথে এ স্থলবন্দরের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।
ঘ)	ভূমির পরিমাণ	:	২১.৮৬ একর
ঙ)	পণ্য ধারণ ক্ষমতা	:	২০০০ মে.টন
চ)	অবকাঠামো সুবিধা	:	০৩টি ওয়্যারহাউজ, ০১ (৯৫৮৩১ বর্গফুট) ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড,০২টি ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ০৩টি (৭৪৩৮৫ বর্গফুট) ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, ০৩টি (৯৫৮৩১ বর্গফুট) ট্রাক পার্কিং ইয়ার্ড, ০২টি (১০০ মে.টন)ওয়েব্রীজ স্কেল,০১টি স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার জেনারেটর, ০১টি প্রশাসনিক ভবন, ০১টি কাস্টমস গোডাউন,০১টি ব্যারাক হাউজ, ০৩টি টয়লেট কমপ্লেক্স, সিকিউরিটি পোষ্ট, অবজারভেশন টাওয়ার, সীমানা প্রাচীরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিদ্যমান রয়েছে।
ছ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, সূতা, গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসেবে আমদানীয় তামাক ডাঁটা) ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল।
জ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।
ঝ)	আমদানির পরিমাণ	:	আমদানি (মে.টন)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
৮,৪১,৮৭৭	২৪,৩৬,৫৮৫	১৬,৪৪,১৪৯	১৩,৭৮,৮০৬	১৮,০৬,৩০৩

ঞ)	রপ্তানির পরিমাণ	:	রপ্তানি (মে.টন)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
৬,১৩৫	৪,৫৩৭	১৬,৪১৫	৩৭,৪২২	২২,০৪৯

ট)	আয়ের পরিমাণ	:	আয় (লক্ষ টাকা)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
২৪৪.১৩	৫৮৫.৮৪	৬০৭.৯২	৬৯১.৪৭	৭৭১.৬০

১০। বিবিরবাজার স্থলবন্দর

ক)	জনবল	:	অনুমোদিত : ০৮ জন পদায়ন : ০৭ জন কর্মরত : ০২ জন
খ)	ব্যবস্থাপনা	:	প্রথমে মেসার্স শেফার্ড কুমিল্লা ল্যান্ড পোর্ট লিমিটেডকে বিবিরবাজার স্থলবন্দর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১০০% শেয়ার মেসার্স বেক্সিমকো পোর্ট লিঃ এর অনুকূলে স্বত্ব হস্তান্তর করা হয়।
গ)	বন্দর পরিচিতি	:	বিবিরবাজার স্থলবন্দরটি কুমিল্লা জেলা সদরের বিবিরবাজারসীমান্তে অবস্থিত। বিবিরবাজারের বিপরীতে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সোনামুড়া মহকুমার শ্রীমন্তপুর সীমান্ত অবস্থিত। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে ১৮/১১/২০০২ খ্রি: তারিখে শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। ২৫ বছরের জন্য এ স্থলবন্দর উন্নয়ন ও পরিচালনার নিমিত্ত ০৯-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে এ কর্তৃপক্ষের সাথে বেসরকারী পোর্ট অপারেটরের মধ্যে Concession Agreement (CA) স্বাক্ষরিত হয়। CA অনুযায়ী পোর্ট অপারেটর ২৮-০৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখে এ স্থলবন্দরের কমার্শিয়াল অপারেশন শুরু করে। ঢাকা হতে কুমিল্লার শহরের দুরত্ব প্রায় ৯৩ কিঃ মিঃ এবং কুমিল্লার শহর হতে বিবিরবাজার স্থলবন্দরের দুরত্ব প্রায় ১১ কিঃমিঃ। সড়কপথে ঢাকা সহ দেশের অন্যান্য স্থানের সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।
ঘ)	ভূমির পরিমাণ	:	১০.০০ একর
ঙ)	পণ্য ধারণ ক্ষমতা	:	৫০০ মে.টন
চ)	অবকাঠামো সুবিধা	:	০১টি ওয়্যারহাউজ, ০১টি ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, ০১টি ট্রাক পার্কিং ইয়ার্ড, ০১টি ওয়েব্রীজ স্কেল,০১টি প্রশাসনিক ভবন, ০১টি ব্যারাক হাউজ, ০১টি টয়লেট কমপ্লেক্স, ০১টি লেবার শেড,সীমানা প্রাচীরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিদ্যমান রয়েছে।
ছ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	গবাদি পশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর (স্টোন ও বোল্ডারস), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, ব্যবহার্য কাঁচা চামড়া, চাল, মশুরডাল, কোয়ার্টজ, জিরা, বিভিন্ন প্রকার মসলা, সাতকরা ও আগরবাতি।
জ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।
ঝ)	আমদানির পরিমাণ	:	আমদানি (মে.টন)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
২৩১	৪৫৫	৩১৭	৪৭৯	৩৫৪

ঞ)	রপ্তানির পরিমাণ	:	রপ্তানি (মে.টন)

২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১,০৮,৯১৫	১,৩৫,৩২০	১,৫৮,৩৮১	১৭০৪৫৮	১,৩৩,৮৭০

ট)	আয়ের পরিমাণ	:	

আয় (লক্ষ টাকা)				
২০১৫-১৬	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০**
০.৯৯	১.৯৪	১.৩২	১.৯৫	১.৬৯

১১। বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর

ক)	জনবল	:	অনুমোদিত : ০৮ জন পদায়ন : ০৭ জন কর্মরত : ০১ জন
খ)	ব্যবস্থাপনা	:	বাংলাবান্ধা ল্যান্ড পোর্টলিংক লিমিটেড।
গ)	বন্দর পরিচিতি	:	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরটি পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়া উপজেলার বাংলাবান্ধা সীমান্তে অবস্থিত। বাংলাবান্ধার স্থলবন্দরের বিপরীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জলপাইগুড়ি জেলার ফুলবাড়ী সীমান্ত অবস্থিত। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে ১২/০১/২০০২ খ্রি: তারিখে এ শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। ২৫ বছরের জন্য এ স্থলবন্দর উন্নয়ন ও পরিচালনার নিমিত্ত ০৯-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে এ কর্তৃপক্ষের সাথে বেসরকারী পোর্ট অপারেটরের মধ্যে Concession Agreement (CA) স্বাক্ষরিত হয়। CA অনুযায়ী পোর্ট অপারেটর ০১-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে এ স্থলবন্দরের কমার্শিয়াল অপারেশন শুরু করে। ঢাকা হতে তেতুলিয়া উপজেলার দুরত্ব প্রায় ৪৫৪ কিঃ মিঃ এবং তেতুলিয়া উপজেলা সদর হতে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের দুরত্ব প্রায় ৪১ কিঃমিঃ। সড়ক ও রেলপথে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের সাথে এ স্থলবন্দরের উন্নত যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে। এ পথে ভারত, নেপাল ও ভূটান গমনাগমন করা যায়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রতিমাসে গড়ে ৫,৮১২ জন যাত্রী এ স্থলবন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে ভারতে গমণ করেছে। উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাসের কারণে স্থলবন্দরের মাধ্যমে যাত্রী গমণাগমণে প্রভাব রেয়ছে।
ঘ)	ভূমির পরিমাণ	:	১০.৪৮২২ একর
ঙ)	পণ্য ধারণ ক্ষমতা	:	৫০০ মে.টন
চ)	অবকাঠামো সুবিধা	:	০১টি ওয়্যারহাউজ, ০১টি (৪৮৮০০ বর্গফুট) ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, ০১টি ট্রাক টার্মিনাল, ০২ টি ওয়েব্রীজ স্কেল, ০১টি স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার জেনারেটর, ০১টি প্রশাসনিক ভবন, ০১টি ডরমেটরী, ০১টি ব্যারাক হাউজ, ০১টি কাস্টমস গোডাউন, ০১টি টয়লেট কমপ্লেক্স সিকিউরিটি পোষ্ট, অবজারভেশন টাওয়ার,সীমানাপ্রাচীরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়াও ০২টি ওয়্যারহাউজ, ০১টি ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, ০১টি ট্রান্সশিপমেন্ট শেড নির্মাণাধীন রয়েছে।
ছ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	ক) ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এর নোটিফিকেশন নং ৩৪৬/ডি/কাস/৭৭; তারিখ: ২৪-০৫-১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নেপাল ও ভুটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত); খ) ভারত হতে আমদানিকৃত পাথর, মোটর পার্টস, টিম্বার, ফল।
জ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।
ঝ)	আমদানির পরিমাণ	:	

আমদানি (মে.টন)				
২০১৫-১৬	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০**
৯,৩৫,৪৮৬	৬,০০,৬৫৬	১২,০৭,৩২৩	১৭,৯৬,৮৬৯	১১,৮৬,০৫৮

ঞ)	রপ্তানির পরিমাণ	:	

রপ্তানি (মে.টন)				
২০১৫-১৬	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০**
৩১,১২৮	৭,০৫১	৬৯,২০৫	৪২,৬৩২	১,১৩,৩৯০

ট)	আয়ের পরিমাণ	:	

আয় (লক্ষ টাকা)				
২০১৫-১৬	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০**
২৫.৪৭	২৪.৪৭	৪৭.৪৯	৩১৫.০৪	৩৩২.৬২

১২। টেকনাফ স্থলবন্দর

ক)	জনবল	:	অনুমোদিত : ০৮ জন পদায়ন : ০৫ জন কর্মরত : ০২ জন
খ)	ব্যবস্থাপনা	:	ইউনাইটেড ল্যান্ড পোর্ট টেকনাফ লিমিটেড
গ)	বন্দর পরিচিতি	:	টেকনাফ স্থলবন্দরটি কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার নাফ নদীর তীরে অবস্থিত। নাফ নদীর বিপরীতে আরাকান রাজ্যের নাফনদীর তীরবর্তী মিয়ানমারের মংডু শহর অবস্থিত। এটি মিয়ানমারের সাথে একমাত্র স্থলবন্দর। টেকনাফ শুল্ক স্টেশনকে ১২-০১-২০০২ তারিখে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। ২৫ বছরের জন্য এ স্থলবন্দর উন্নয়ন ও পরিচালনার নিমিত্ত ৩১-০৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে এ কর্তৃপক্ষের সাথে বেসরকারী পোর্ট অপারেটরের মধ্যে Concession Agreement (CA) স্বাক্ষরিত হয়। CA অনুযায়ী পোর্ট অপারেটর ০১-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে এ স্থলবন্দরের কমার্শিয়াল অপারেশন শুরু করে। ঢাকা হতে টেকনাফ উপজেলা সদরের দুরত্ব প্রায় ৪৬৩ কিঃমিঃ এবং টেকনাফ উপজেলার সদর হতে এ স্থলবন্দরের দুরত্ব প্রায় ০৫ কিঃমিঃ। সড়কপথে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের সাথে এ স্থলবন্দরের উন্নত যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে।
ঘ)	ভূমির পরিমাণ	:	২৭.০০ একর
ঙ)	পণ্য ধারণ ক্ষমতা	:	১০০০ মে.টন
চ)	অবকাঠামো সুবিধা	:	০২টি (১৬৫০০ বর্গফুট) ওয়্যার হাউজ, ০১টি (১৩৬০০ বর্গ ফুট) ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, ০১টি (৭২০০ বর্গফুট) ট্রানজিট শেড, ০২টিট্রাক পার্কিং ইয়ার্ড, ০১টি (৫০ মে.টন) ওয়েব্রীজ স্কেল, ০১টি স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার জেনারেটর, ০১টি প্যাসেঞ্জার জেটি, ০৫টি কার্গো জেটি, ০১টি প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, ০৪টি পন্টুন, ০১টি (৩০০ মে. টন) কোল্ড ষ্টোরেজ, ০১টি অফিস ভবন , ০১টি ব্যারক হাউজ, ০১টি ডরমেটরী, ০১টিরেস্ট হাউজ, ০১টি মসজিদ, ০১টি লেবার শেড, ০১টি ক্যান্টিন,সীমানাপ্রাচীরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিদ্যমান রয়েছে।
ছ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	মাছ, সুতা, গুড়া দুধ, চিনি ও আলু (HS Code 0701.9019 ও 0701.90.29) ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল।
জ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।
ঝ)	আমদানির পরিমাণ	:	

আমদানি (মে.টন)				
২০১৫-১৬	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০**
৭০,৬৯৭	৭২,১৭৭	১,৫৯,৮৫৩	১,০৩,৬৮৩	১,৯৮,৩৪৫

ঞ)	রপ্তানির পরিমাণ	:	

রপ্তানি (মে.টন)				
২০১৫-১৬	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০**
৫,৯৬৭	৩,১৮২	২,৭২৫	৫,৫৬৪	৪,১০৮

ট)	আয়ের পরিমাণ	:	

আয় (লক্ষ টাকা)				
২০১৫-১৬	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০**
২১৪.২৬	২৬০.৪২	৪৭৪.৭০	৩৬৮.৪২	৫৩৪.১৭

১৩। বিরল স্থলবন্দর			
ক)	জনবল	:	অনুমোদিত : ০৬ জন পদায়ন : ০০ জন কর্মরত : ০০ জন
খ)	ব্যবস্থাপনা	:	বিরল ল্যান্ড পোর্ট লিমিটেড।
গ)	বন্দর পরিচিতি	:	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলার ৬নং ভান্ডারী ইউনিয়ন পরিষদের ৪২, পাকুড়া (কিশোরীগঞ্জ) সীমান্তবর্তী মানিকপাড়া গ্রামের চরশংকর মৌজায় ৩৩১ নং সীমানা পিলার সংলগ্ন অবস্থিত। বিরল এর বিপরীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর দিনাজপুর জেলার রাধিকাপুর সীমান্ত অবস্থিত। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে ১২/০১/২০০২ খ্রি: তারিখে বিরল শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। ২৫ বছরের জন্য এ স্থলবন্দর উন্নয়ন ও পরিচালনার নিমিত্ত ২২-১০-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে এ কর্তৃপক্ষের সাথে বেসরকারী পোর্ট অপারেটরের মধ্যে Concession Agreement (CA) স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা হতে বিরল স্থলবন্দরের দুরত্ব প্রায় ৩৬০ কিঃ মিঃ এবং দিনাজপুর সদর হতে সীমান্তের দুরত্ব প্রায় ২১ কিঃ মিঃ। ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের সাথে সড়ক ও রেলপথে এ স্থলবন্দরের উন্নত যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে।
ঘ)	বর্তমান অবস্থা	:	বিরল শুল্ক স্টেশনকে রেলরুট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বিরল স্থলবন্দর চালু করার নিমিত্ত রেলরুটের পাশাপাশি স্থলরুট ঘোষণা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এ স্থলবন্দরের ১৭.৫৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
ঘ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	গবাদি পশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (স্টোনস এন্ড বোল্ডারস),কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।
ঙ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।

বাস্থবকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান/প্রক্রিয়াধীন স্থলবন্দরসমূহ:

১৪। শেওলা স্থলবন্দর			
ক)	ব্যবস্থাপনা	:	বাস্থবকের নিজস্ব তত্বাবধানে পরিচালিত।
খ)	বন্দর পরিচিতি	:	বন্দরটি সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার দুবাগ ইউনিয়নের কোনাগ্রাম সীমান্তে অবস্থিত। এর বিপরীতে ভারতের আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জ জেলার সুতারকান্দি সীমান্ত অবস্থিত। আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে ৩০-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে শেওলা শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। সিলেট শহর হতে বিয়ানীবাজার উপ-জেলায় যাবার পূর্বে শেওলা সেতু পার হয়ে দুবাগ পয়েন্ট অবস্থিত। এ স্থান থেকে পূর্বদিকে প্রায় ৪ কিঃমিঃ দুরত্ব স্থলবন্দরটি অবস্থিত। ঢাকা হতে বিয়ানীবাজার উপজেলা সদরের দুরত্ব প্রায় ২৭২ কিঃ মিঃ এবং বিয়ানীবাজার উপজেলা সদর হতে সীমান্তের দুরত্ব প্রায় ১৪ কিঃ মিঃ। এ স্থলবন্দরের সাথে সড়ক পথে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো রয়েছে।
গ)	বর্তমান অবস্থা	:	বিশ্বব্যাংক ও সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১ এর আওতায় শেওলা স্থলবন্দরের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৮-৪-২০২০ তারিখে নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় শেওলা স্থলবন্দরের জন্য ২২.০২ একর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে এ শুল্ক স্টেশনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালু রয়েছে।

ঘ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (স্টোন এন্ড বোল্ডারস) ,কয়লা, রাসায়নিক সার,চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ এবং তাজাফুল।
ঙ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।

১৫। বাল্লা স্থলবন্দর			
ক)	ব্যবস্থাপনা	:	বাস্থবকের নিজস্ব তত্বাবধানে পরিচালিত।
খ)	বন্দর পরিচিতি	:	হবিগঞ্জ জেলার চুনারুহাট উপজেলার কেদারাকোর্ট সীমান্তে অবস্থিত। এর বিপরীতে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়মূড়া মহাকুমার খোয়াই নদীর তীরবর্তী অবস্থিত। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে ২৩-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বাল্লা শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। ঢাকা হতে চুনারুহাট উপজেলা সদরের দুরত্ব প্রায় ১৫১ কিঃমিঃ চুনারুহাট উপজেলা সদর হতে বাল্লা স্থলবন্দরের দুরত্ব প্রায় ১৮ কিঃমিঃ। এ স্থলবন্দরের সাথে সড়কপথে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো রয়েছে।
গ)	বর্তমান অবস্থা	:	কোন অবকাঠামো বিদ্যমান নেই। "বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৩.০০ একর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। স্থলবন্দরের জমি অধিগ্রহণপূর্বক অন্যান্য অবকাঠামো স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। বর্তমানে এ শুল্ক স্টেশনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালু রয়েছে।
ঘ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (স্টোন এন্ড বোল্ডারস) ,কয়লা, রাসায়নিক সার,চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ এবং তাজাফুল।
ঙ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।

১৬। ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর			
ক)	ব্যবস্থাপনা	:	বাস্থবকের নিজস্ব তত্বাবধানে পরিচালিত।
খ)	বন্দর পরিচিতি	:	জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ উপজেলার ধানুয়া কামালপুর সীমান্তে অবস্থিত। এর বিপরীতে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের আমপতি মহাকুমার মহেন্দ্রগঞ্জ সীমান্ত অবস্থিত। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে ২১-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ধানুয়া কামালপুর শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। ঢাকা হতে বক্সীগঞ্জ উপজেলা সদরের দুরত্ব প্রায় ২১৮কিঃমিঃ এবং বক্সীগঞ্জ উপজেলা সদর হতে ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দরের দুরত্ব প্রায় ৯ কিঃমিঃ। এ স্থলবন্দরের সাথে সড়ক পথে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো রয়েছে।
গ)	বর্তমান অবস্থা	:	'ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৫.৮০ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ০২টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্যাকেজসমূহের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার কর্তৃক কাজ শুরু করতে গেলে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকগণ জমির মূল্য কম নির্ধারণ করা হয়েছে মর্মে অভিযোগে কাজে বাধা প্রদান করে। ফলে অদ্যাবধি বন্দরের অবকাঠামো নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে এ শুল্ক স্টেশনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালু রয়েছে।
ঘ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (স্টোনস এন্ড বোল্ডারস) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ এবং কাঁচা সুপারি।
ঙ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।

১৭। গোবরাকুড়া - কড়ইতলী স্থলবন্দর			
ক)	জনবল	:	অনুমোদিত : ০৬ জন পদায়ন : ০১ জন কর্মরত : ০০ জন
খ)	ব্যবস্থাপনা	:	বাস্থবকের নিজস্ব তত্বাবধানে পরিচালিত।
গ)	বন্দর পরিচিতি	:	ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর সীমান্তে অবস্থিত। এর বিপরীতে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তুরা মহাকুমার গাছুয়াপাড়া সীমান্ত অবস্থিত। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে ১২-০১-২০০২ খ্রিঃ তারিখে হালুয়াঘাটকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। হালুয়াঘাট কোন শুল্ক ষ্টেশন না হওয়ায় গেজেট সংশোধনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সে আলোকে গত ১৪-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখে হালুয়াঘাটের পরিবর্তে ''গোবরাকুড়া-কড়ইতলী'' শুল্ক ষ্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়েছে। ঢাকা হতে হালুয়াঘাট উপজেলা সদরের দুরত্ব প্রায় ১৬১ কিঃমিঃ। হালুয়াঘাট উপজেলা সদর হতে গোবরাকুড়ার দুরত্ব প্রায় ৭ কিঃমিঃ এবং কড়ইতলীর দুরত্ব প্রায় ৯ কিঃমিঃ। এ স্থলবন্দরের সাথে সড়কপথে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।
ঘ)	বর্তমান অবস্থা	:	'গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় গোবরাকুড়া স্থলবন্দরের জন্য ১৬.৪১ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং কড়ইতলী স্থলবন্দরের জন্য ১৪.৭৩ একর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ৩টি প্যাকেজের অন্যান্য প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। বর্তমানে এ শুল্ক স্টেশনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালু রয়েছে।
ঙ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (স্টোনস এন্ড বোল্ডারস) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।
চ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।

১৮। বেলোনিয়া স্থলবন্দর			
ক)	জনবল	:	অনুমোদিত : ০৮ জন পদায়ন : ০৫ জন কর্মরত : ০০ জন
খ)	ব্যবস্থাপনা	:	বাস্থবকের নিজস্ব তত্বাবধানে পরিচালিত।
গ)	বন্দর পরিচিতি	:	ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলার বেলোনিয়া সীমান্তে অবস্থিত। এর বিপরীতে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিলোনিয়া সীমান্ত অবস্থিত। পাহাড়মূড়া মহাকুমার খোয়াই নদীর তীরবর্তী অবস্থিত। আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে ২৩-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে বেলোনিয়া শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। ঢাকা হতে পরশুরাম উপজেলা সদরের দুরত্ব প্রায় ১৮৫ কিঃমিঃ এবং পরশুরাম উপজেলা সদর হতে বেলোনিয়া স্থলবন্দরের দুরত্ব প্রায় ০৬ কিঃমিঃ। এ স্থলবন্দরের সাথে সড়কপথে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো রয়েছে।
ঘ)	বর্তমান অবস্থা	:	কোন অবকাঠামো বিদ্যমান নেই। 'বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বিলোনিয়া স্থলবন্দরের জন্য ১০.০০ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সীমান্তে ১৫০ গজের মধ্যে অবকাঠোমো নির্মাণে বিএসএফ কর্তৃক বাধা প্রদান করা হয়েছে। তবে ১৫০ গজের বাইরে স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ০২টি প্যাকেজে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে এ শুল্ক স্টেশনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালু রয়েছে।

ঙ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (স্টোনস এন্ড বোল্ডারস) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।
চ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।

১৯। রামগড় স্থলবন্দর			
ক)	ব্যবস্থাপনা	:	বাস্থবকের নিজস্ব তত্বাবধানে পরিচালিত।
খ)	বন্দর পরিচিতি	:	খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার রামগড় সীমান্তে অবস্থিত। এর বিপরীতে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুম সীমান্ত অবস্থিত। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে রামগড় শুল্ক স্টেশনকে ৭/১১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। ঢাকা থেকে খাগড়াছড়ি জেলা সদরের দুরত্ব প্রায় ২৬২ কিঃমিঃ। খাগড়াছড়ি জেলা সদর হতে রামগড় স্থলবন্দরের দুরত্ব প্রায় ৫৫ কিঃমিঃ । এ স্থলবন্দরের সাথে সড়ক পথে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।
গ)	বর্তমান অবস্থা	:	বিশ্বব্যাংক ও সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১ এর আওতায় রামগড় স্থলবন্দরের জন্য ১০.০০ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। স্থলবন্দরের জমি অধিগ্রহণপূর্বক অন্যান্য অবকাঠামো স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। বর্তমানে এ শুল্ক স্টেশনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালু নেই। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফেনী নদীর উপর রামগড়-সাবরুম এলাকায় সেতু নির্মাণ কাজ চলমান আছে।
ঘ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (স্টোনস এন্ড বোল্ডারস) ,কয়লা রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।
ঙ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।

২০। দর্শনা স্থলবন্দর			
ক)	জনবল	:	অনুমোদিত : ০৮ জন পদায়ন : ০২ জন কর্মরত : ০০ জন
খ)	ব্যবস্থাপনা	:	বাস্থবকের নিজস্ব তত্বাবধানে পরিচালিত।
গ)	বন্দর পরিচিতি	:	চুয়াডাংগা জেলার দামুরহুদা উপজেলার দর্শনা সীমান্তে অবস্থিত। এর বিপরীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কৃষ্ণনগর মহকুমার গেদে সীমান্ত অবস্থিত। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে দর্শনা শুল্ক স্টেশনকে ১২/০১/২০০২ খ্রিঃ তারিখে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। ঢাকা থেকে চুয়াডাংগা জেলা সদরের দুরত্ব প্রায় ২৩৮ কিঃমিঃ এবং চুয়াডাংগা জেলা সদর দুরত্ব সদর হতে দর্শনা স্থলবন্দেরর দুরত্ব প্রায় ২০ কিঃমিঃ । এ স্থলবন্দরের সাথে সড়ক ও রেল পথে ঢাকা সহ দেশের অন্যান্য স্থানের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।
ঘ)	বর্তমান অবস্থা	:	দর্শনা শুল্ক স্টেশনকে রেলরুট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এ স্থানে স্থলরুট চালু নেই। দর্শনা স্থলবন্দর চালু করার নিমিত্ত রেলরুটের পাশাপাশি স্থলরুটও ঘোষণা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
ঙ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (স্টোনস এন্ড বোল্ডারস) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ,চাল, ভূষি, ভুট্টা, বিভিন্ন প্রকার খৈল, পোল্ট্রি ফিড, ফ্লাই অ্যাশ, রেলওয়ে স্লিপার, বিল্ডিং স্টোন, রোড স্টোন, স্যান্ড স্টোন, বিভিন্ন প্রকার ক্লে, গ্রানুলেটেড স্লাগ ও জিপসাম।

চ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।

২১। দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর:			
ক)	ব্যবস্থাপনা	:	বাস্থবকের নিজস্ব তত্বাবধানে পরিচালিত।
খ)	বন্দর পরিচিতি	:	চুয়াডাংগা জেলার জীবন নগর উপজেলার দৌলতগঞ্জ সীমান্তে অবস্থিত। এর বিপরীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদীয়া জেলার মাজদিয়া সীমান্ত অবস্থিত। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে দৌলতগঞ্জ শুল্ক স্টেশনকে ৩১/০৭/ ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। ঢাকা থেকে জীবন নগর উপজেলা সদরের দুরত্ব প্রায় ২৪৯ কিঃমিঃ এবং জীবন নগর উপজেলা সদর হতে দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দরের দুরত্ব প্রায় ০৭ কিঃমিঃ। এ স্থলবন্দরের সাথে সড়ক পথে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।
গ)	বর্তমান অবস্থা	:	বাংলাদেশ-ভারত উভয় পাশে শুল্ক স্টেশনের কার্যক্রম না থাকায় দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। ভারতীয় অংশে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নসহ তাঁদের সুপ্ত শুল্ক স্টেশনকে পুনুরুজ্জীবিতকরণে সম্মত করার জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
ঘ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (স্টোনস এন্ড বোল্ডারস) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।
ঙ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।

২২। টেগামুখ স্থলবন্দর			
ক)	ব্যবস্থাপনা	:	বাস্থবকের নিজস্ব তত্বাবধানে পরিচালিত।
খ)	বন্দর পরিচিতি	:	রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন টেগামুখ সীমান্তে অবস্থিত। এর বিপরীতে ভারতের মিজোরাম দেমাগ্রী/ কাউয়াপুচিয়া সীমান্ত অবস্থিত। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে টেগামুখ ৩০/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। ঢাকা থেকে রাঙ্গামাটি জেলা সদরের দুরত্ব প্রায় ২৯৬ কিঃমিঃ এবং রাঙ্গামাটি জেলা সদর হতে টেগামুখ স্থলবন্দেরর দুরত্ব প্রায় ১৫০ কিঃমিঃ ।
গ)	বর্তমান অবস্থা	:	টেগামুখ স্থলবন্দর উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সম্মতি না পাওয়ার কারণে স্থলবন্দর স্থাপনের কার্যক্রম বন্ধ আছে।
ঘ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।
ঙ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।

২৩। চিলাহাটী স্থলবন্দর			
ক)	ব্যবস্থাপনা	:	বাস্থবকের নিজস্ব তত্বাবধানে পরিচালিত।
খ)	বন্দর পরিচিতি	:	নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলাধীন চিলাহাটী সীমান্তে অবস্থিত। চিলাহাটী বিপরীতে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ী সীমান্ত অবস্থিত। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে চিলাহাটী শুল্ক স্টেশনকে ২৮/০৭/২০১৩ খ্রিঃ স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। ঢাকা হতে নীলফামারী জেলা সদরের দূরত্ব প্রায় ৩৪১ কিমি: এবং নীলফামারী জেলা সদর হতে চিলাহাটী সীমান্তের দুরত্ব প্রায় ৪৭ কিমি:। উল্লেখ্য, চিলাহাটী বাজার হতে রেল ও সড়ক পথে দেশের অন্যান্য স্থানের সাথে ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।

গ)	বর্তমান অবস্থা	:	চিলাহাটী শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হলেও বাংলাদেশ-ভারত কোন অংশেই শুল্ক স্টেশনের কার্যক্রম না থাকায় স্থলবন্দরটি চালু করা সম্ভব হয় নি। বন্দরটি সচল করার করার লক্ষ্যে চিলাহাটীর বিপরীতে ভারতীয় অংশে হলদিবাড়ী শুল্ক স্টেশন চালুকরণের নিমিত্ত ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে সম্মত করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
ঘ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (স্টোনস এন্ড বোল্ডারস), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।
ঙ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।

২৪। ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর			
ক)	ব্যবস্থাপনা	:	বাস্থবকের নিজস্ব তত্বাবধানে পরিচালিত।
খ)	বন্দর পরিচিতি	:	সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাধীন ভোলাগঞ্জ গ্রামের কালাসাধক মৌজায় অবস্থিত। এর বিপরীতে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পূর্ব খাসি পাহাড়ি জেলার চেরাপুঞ্জি মহকুমার ভোলাগঞ্জ সীমান্ত অবস্থিত। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে ভোলাগঞ্জ শুল্ক স্টেশনকে ২৫/০৭/২০১৯ খ্রি: তারিখে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। ঢাকা হতে ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দরের দুরত্ব প্রায় ৩০৫ কি.মি। সড়কপথে ঢাকা হতে দেশের অন্যান্য স্থানের ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দরের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল রয়েছে।
গ)	বর্তমান অবস্থা	:	বন্দর উন্নয়নের নিমিত্ত সাইট সিলেকশন ও জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
ঘ)	আমদানিযোগ্য পণ্য	:	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (স্টোনস এন্ড বোল্ডারস), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।
ঙ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য	:	সকল পণ্য।

প্রস্তাবিত স্থলবন্দর

১। প্রাগপুর স্থলবন্দর			
ক)	বন্দর পরিচিতি	:	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন প্রাগপুর সীমান্তে অবস্থিত। এর বিপরীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদীয়া জেলার করিমপুর থানাধীন শিকারপুর সীমান্ত অবস্থিত। ঢাকা হতে দৌলতপুর উপজেলা সদর দুরত্ব প্রায় ২১৮কি:মি: এবং দৌলতপুর উপজেলা সদর হতে প্রাগপুর স্থলবন্দরের দুরত্ব প্রায় ১৭ কি:মি:।
খ)	বর্তমান অবস্থা	:	বাংলাদেশ-ভারত কোন অংশেই শুল্ক স্টেশনের কার্যক্রম না থাকায় এটি অদ্যাবধি স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয় নি। তবে প্রাগপুর শুল্ক স্টেশন চালু করা ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে তাদের অংশে শুল্ক স্টেশন ঘোষণা করার নিমিত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

২। মুজিবনগর স্থলবন্দর			
ক)	বন্দর পরিচিতি	:	মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর সীমান্তে স্থলবন্দরটি অবস্থিত। এর বিপরীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদীয়া জেলার চাপড়া থানাধীন হৃদয়পুর সীমান্তে অবস্থিত। ঢাকা হতে মেহেরপুর জেলার সদরের দুরত্ব প্রায় ২৮৯ কি:মি: এবং মেহেরপুর জেলা সদর হতে মুজিবনগরের দুরত্ব প্রায় ২৫ কি:মি:।
খ)	বর্তমান অবস্থা	:	বাংলাদেশ-ভারতের কোন অংশেই শুল্ক স্টেশন কার্যক্রম না থাকায় মুজিবনগর শুল্ক স্টেশন কে অদ্যাবধি স্থলবন্দর ঘোষণা করা সম্ভব হয় নি।